কলকাতার কাবুলিওয়ালা: অভিবাসন, অভিযোজন ও জীবনচর্যার পর্যালোচনা (১৮৯২-২০১৬)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে

পিএইচ.ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

আনিসুল হক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রূপ কুমার বর্মণ

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২৩

কলকাতার কাবুলিওয়ালা: অভিবাসন, অভিযোজন ও জীবনচর্যার পর্যালোচনা (১৮৯২-২০১৬)

আনিসুল হক
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ভুমিকা

বর্তমান ইতিহাসচর্চার মধ্য বেশ কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হতে শুরু করেছে। ক্রমবর্ধমান এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উঠে আসতে শুরু করেছে বর্তমান ও অতীতের মধ্য অন্তহীন সংলাপ। যা ইতিহাসকে বিকল্প চর্চার প্রয়াস প্রদানে বিশেষভাবে সুযোগ করে দিয়েছে। তবে ইতিহাসকে যখন সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা শুরু হয়, তখন থেকে এই পরবর্তনশীলতার পরিধি দ্রুত প্রসারিত হতে শুরু করল। যার আলোক এসে পড়ল বর্তমানে ইতিহাসচর্চার উপর। এর ফলে অতীত উঠে এসেছে বর্তমানের আলোকে। আর্যদের ভারতে আগমনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর আগমনের যে ইতিহাস শুরু হয়েছিল, তা আজও বহমান। মানুষ জীবন জীবিকার লড়াইয়ে চেনা জগতের পরিসীমাকে পেরিয়ে অচেনা-অজানা জগতের দিকে পাড়ি দিয়েছেন যুগ যুগ ধরে। এটাই মানব জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসে অভিবাসিত মানুষের আগমনের ইতিহাসের মধ্যও একই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত ঔপনিবেশিক কালপর্ব থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অগণিত মানুষ অভিবাসনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছেন যুগ যুগ ধরে, যাঁদেরকে শুধুমাত্র 'অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর' মধ্য সীমাবদ্ধ না রেখে ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর (Diaspora Community) ধারণায় সংজ্ঞায়িত করার প্রকল্প শুরু হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর একটা অংশকে 'প্রান্তিক' জনগোষ্ঠীর (Marginal Community) পর্যায়ভুক্ত করে তাত্ত্বিকেরা আলোচনা

করার প্রয়াস নিয়েছেন। ফলে স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চার অগ্রগতির ফলস্বরূপ অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর ইতিহাস সীমাবদ্ধ ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে অভিন্ন অঙ্গিকের মধ্য দিয়ে তাত্ত্বিকেরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এই সমস্ত দেশান্তরিত মানুষ ভারত ভূমিকে বেছে নিয়েছেন নিজেদের সংকট মোচনের লড়াইয়ে। এই সব মানুষের কথা ইতিহাসের পাতা থেকে সাহিত্যের স্তবকে, রাজনীতি থেকে সমাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। অনেক সময় এই সমস্ত অভিবাসিত মানুষের আগমনের ফলে বদলে গেছে এদেশের বৈচিত্র্যের গঠন। এঁরাই দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেখে গেছেন অভিন্নতার ছাপ। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রদেশে রয়েছে এই সমস্ত অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর মানুষ। যাঁরা এদেশের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির মতো ক্ষেত্রগুলিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছেন যুগ যুগ ধরে। ফলে স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে ইতিহাস চর্চার দিগন্তে অভিবাসন, ডায়াস্পোরা, প্রান্তিকতা এবং আত্মপরিচয়ের সংকটের মতো বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যকালীন সময়ে দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য মানুষের অভিবাসন ঘটেছে বিভিন্ন কারণে। তবে ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে অভিগমনকারী বিদেশি জনগোষ্ঠীর অভিবাসনের ধরণ খানিকটা ভিন্ন রকম। কারণ এই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীর মানুষ বাসস্থান হিসাবে ভারতকে বেছে নিয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তার আগে এসেছিলেন পর্তুগিজরা ১৫২৮ সালে এবং ওলন্দাজরা ১৬০৫ সালে। যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুই ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। কিন্তু ব্রিটিশরা ধীরে ধীরে সাম্যাজ্য বিস্তারের নেশায় মেতে উঠে ভারতবর্ষের শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। বাকিরা ব্রিটিশদের সঙ্গে আধিপত্যবাদের প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেন। এর পর একে একে জিউসরা ১৭৯৮ সালে, আর্মেনিয়ানরা ১৬৪৫ সালে, চিনারা ১৭১৮ সালে, গ্রিকরা ১৭৭৫ সালে, এবং আফগান সহ একাধিক বৈদেশিক জনগোষ্ঠীর মানুষ অভিবাসনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন। যাঁদেরকে বর্তমানে তাত্ত্বিকরা ‘ডায়াস্পোরা’ জনগোষ্ঠীর অভিধায় ভূষিত করেছেন।

এই সমস্ত অভিবাসিত বিদেশী জনগোষ্ঠী হিসাবে জিউস এবং আর্মেনিয়ানরা ছিলেন সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবসায়ী জনগোষ্ঠী, যাঁরা বহু বছর ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য লিপ্ত ছিলেন। এর পর ধীরে ধীরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র হিসাবে কলকাতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাঁরা একে একে কলকাতার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং কলকাতায় বসতি স্থাপন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকেন। ফলে কলকাতায় শুরু হয় জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার অসম লড়াই। সমাজবিজ্ঞনী তথা ঐতিহাসিকরা তাঁদের চর্চার ক্ষেত্রে কলকাতার অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর একাংশকে গুরুত্ব প্রদান করলেও, সমগ্র অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকে তুলে ধরার প্রয়াস অনুভব করেননি। এমনকি আর্মেনিয়ান, জিউস, চিনা, পার্সি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস তাঁদের লেখায় উঠে এলেও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে কলকাতায় আসা আফগান 'কাবুলিওয়ালা' জনগোষ্ঠী বিষয়ে তাঁরা আলোকপাত করেননি, অথচ এই বাংলার সঙ্গে আফগান যোগাযোগের ইতিহাস ছিল কয়েকশো বছরের। বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে উপেক্ষিত, অবহেলিত, অনালোচিত এবং ব্রাত্য বিদেশি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী 'কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালা' নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

কলকাতাতে যেমন অ-বাঙালি ভারতীয়রা অনেক আগে থেকেই রয়েছেন, তেমনই করে গোটা পৃথিবী থেকে আসা জনগোষ্ঠীর বিরাট বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। তবে এদের মধ্য আফগানদের নিয়ে সাধারণ মানুষের মনের মধ্য একটা আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (Rabindranath Tagore) হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম আফগানরা উঠে এসেছিলেন 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মধ্য দিয়ে।[১] যাঁরা আঠারো শতকের বিশ ও চল্লিশের দশকে কলকাতায় এসেছিলেন মূলত শুকনো ফল, হিং, সুরমা প্রভৃতি বিক্রয়কে পেশা হিসাবে বেছে নিয়ে। এঁরা মূলত কাবুলের অধিবাসী হওয়ায় এঁদেরকে কাবুলিওয়ালা বলা হয়। ১৮৯২ সালে রচিত হয়েছিল কাবুলিওয়ালা গল্পটি এরপর তা পৌঁছে যায় সাধারণ বাঙালি পাঠকের মনে। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে সাধারণ মানসপটে তৈরি হয়েছে অন্যরকম আকর্ষণ।

'কাবুলিওয়ালা' গল্প রচনার প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে কবিগুরু নিজেই মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯৩১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'কাবুলিওয়লা বাস্তব ঘটনা নয়, মিনি আমার বড় মেয়ের আদর্শে রচিত।[২] আবার নিজের বড়মেয়ে বেলা-র ছোটবেলার কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সীতা দেবীকে বলেছিলেন "মিনির কথা প্রায় তাঁর (বেলা) কথায় তুলে দিয়েছি"।[৩] প্রসঙ্গত কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই বাল্যকালে লাভ করেছিলেন। তিনি 'জীবনস্মৃতি'-র (১৯৩১) পিতৃদেব অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছদে তা উল্লেখ করেছেন। প্রথম অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- "ঘরের খাঁচায় বদ্ধ ছিলাম বলিয়া যাহা কিছু বিদেশের, যাহা কিছু দূরদেশের, তাহাই আমার মনকে অত্যন্ত টানিয়া লইত। তাই লেনুকে লইয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এই কারণে গাব্রিয়েল বলিয়া একটি ইহুদি তাহার ঘুন্টি-দেওয়া পোশাক পরিয়া যখন আঁতর বেচিতে আসিত, আমার মনে ভারি একটা নাড়া দিত এবং ঝোলাঝুলিওয়ালা ঢিলাঢালা ময়লা পায়জামা পরা বিপুলাকায় কাবুলিওয়ালাও আমার ভীতমিশ্রিত রহস্যের সামগ্রী ছিল"।[৪] (১৩১৯ বঙ্গাব্দ) দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ে তিন জনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১. পিতৃদেবের পাঞ্জাবি ভৃত্য ছিলেন লেনু; ২. আতর-বিক্রেতা ইহুদি গ্যাব্রিয়েল; ৩. ঝোলাঝুলিওয়ালা ঢিলাঢালা ময়লা পায়জামা পরা বিপুলকায় কাবুলিওয়ালা।[৫] কাজেই কাবুলিওয়ালাদেরকে তিনি যে কলকাতায় নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এই ঘটনাগুলি থেকে তা নিশ্চিত হওয়া যায়।

তবে ঔপনিবেশিক নথিতে কাবুলিওয়ালাদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ না পাওয়া গেলেও, ব্রিটিশ ভারতে আফগানিস্তানের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ এই সময়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আফগান পাঠানদের অংশগ্রহণ এবং সীমান্তগান্ধির সঙ্গে ভারতীয় নেতৃবর্গের যোগাযোগ সে কথা প্রমাণ করে। পরবর্তীকালে দীর্ঘ ইতিহাসের পথ ধরে আফগানিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং সংকটজনিত কারণে আফগানিস্তান থেকে অগণিত মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অভিবাসিত হতে শুরু করেন। যাঁদের মধ্য একাংশ ভারতবর্ষকে বেছে নিয়েছিলেন। যদিও ভারতে আফগান অভিবাসনের পূর্ব ইতিহাস কখনও মুছে যায়নি বরং নতুন রূপে ফিরে এসেছে বারবার। অনেকেই মনে

করেন 'ডুরান্ড লাইন' (Durand Line) স্থাপন হয়ে যাওয়ার পরে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্য সীমান্ত নির্ধারণ হয়ে গেলে অনেক আফগান আটকে পড়ে সীমান্তের এপারে। যাঁদের মধ্য অনেকেই আর দেশে ফিরতে পারেননি।[৬] তাঁদেরই একটা অংশ ভারতে প্রবেশ করেন। যাঁরা পরবর্তীকালে কলকাতার অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং 'কাবুলিওয়ালা' হিসাবে পরিচিত হয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সংখ্যা ছিল স্বল্প সংখ্যক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্তমানে সারা কলকাতাতে আনুমানিক প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজারের মতো কাবুলিওয়ালাদের বসতি রয়েছে, যা কলকাতায় বসবাসরত অন্যান্য বিদেশি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিরিখে একটা বিরাট অংশ। প্রথম দিকে এঁরা কলকাতা শহরের বড়বাজার, নিউমার্কেট, ধর্মতলা, ওয়েলিংটন, শ্যামবাজার, দমদম, সুখিয়া স্ট্রিট, ইকবালপুর, সেলিমপুর, পাকসার্কাস, রাজাবাজার, খিদিরপুর, ডায়মন্ড হারবার মতো জায়গাগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে উত্তর চব্বিশ পরগণার কাঁকিনাড়া, নৈহাটি থেকে শুরু করে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশে, শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন।[৭] তবে সাম্প্রতিক এমন অনেক আফগান জনগোষ্ঠীর মানুষ কলকাতায় এসেছেন যাঁরা নিজেদেরকে কাবুলিওয়ালা হিসাবে পরিচয় দেওয়ার চেয়ে 'পাখতুন' জনগোষ্ঠীর মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। সুতরাং কলকাতার আফগান জনগোষ্ঠীর মধ্য একটা স্ব-বিরোধের চিত্র ফুটে ওঠে।

তবে জীবিকার সন্ধানে ভারতে এসে 'কাবুলিওয়ালা'রা পেশা হিসাবে শুকনো ফল, মশলা ইত্যাদি ফেরি করে বেড়াতেন শহর থেকে মফসস্‌লের প্রান্তে প্রান্তে। যেমনটি আমারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাবুলিওয়ালা গল্পের মধ্য দেখতে পাই। তবে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পেশার ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য এসেছিল। অতীতের পুরনো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'মহাজনী কারবার' বা 'সুদের ব্যবসা' (Money Lending)। ভারত সরকার সুদের ব্যবসার জন্য কাবুলিওয়ালাদের লাইসেন্স (License) প্রদান করেছিলেন।[৮] তবে বর্তমান সময়ে নতুন প্রজন্মের কাবুলিওয়ালাদের সন্তানদের মধ্য পেশার বৈচিত্র্য এসেছে। মূলত এই বদলটি শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের আশির দশক থেকে। কলকাতার

বড়বাজার অঞ্চলে দর্জির দোকান, ছোট ছোট খাবারের দোকান, বিশেষত আফগান খাবারের বৈচিত্র্য নিয়ে হোটেল ব্যবসার মধ্য দিয়ে। বর্তমানে এমন অনেক কাবুলিওয়াদের পরিবার কলকাতায় রয়েছেন যাঁরা মাইক্রোফিনান্স এবং প্রোমোটারি ব্যবসার সঙ্গে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। তবে নবীন প্রজন্মের আফগানরা স্বাধীন ব্যবসা, পড়াশোনা এবং চাকরির দিকে নিজেদের যুক্ত করতে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন।[৯]

কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের কথা উঠে আসে। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কাবুলিওয়ালাদের চেহারার মধ্য একটা আফগান সংস্কৃতি বেঁচে ছিল। আশির দশক পর্যন্ত কাবুলিওয়ালা বলতে মূলত তাঁদের পোশাক ও চেহারার গঠনের মধ্যই আফগান সত্তা লক্ষ করা যেত। গায়ে সলোয়ার কামিজ, মাথায় টুপি বা পাগড়ি, মুখে দাড়ি, রুক্ষ চেহারার মানুষগুলোকেই বোঝাত। এঁদের খাদ্য সংস্কৃতি, বাসস্থান এবং পারিবারিক জীবনের নানা ক্ষত্রে আফগান আচার আচরণকে অক্ষত রেখে নিজেদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ধরে রেখেছিলেন। তবে এসবের মধ্যও তাঁদের জীবনে সংকটের অভাব ছিল না। বর্তমানে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা নানারকমের সমস্যার মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে চলেছেন। এদের সামাজিক পরিচয় এবং নাগরিকত্বের মতো সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনও সুযোগ সুবিধা না পেয়ে বিদেশি জনগোষ্ঠী হিসাবে কাবুলিওয়ালারা নিজেদের খুবই অসহায় মনে করছেন।

ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত কাবুলিওয়ালা কলকাতাতে আকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন তাঁরা কলকাতার 'প্রান্তিক' জনগোষ্ঠী হিসাবে রয়ে গেছে। অথচ কাবুলিওয়ালাদের পূর্বসূরী ইতিহাসের মধ্য রয়ে গেছে ভারত-আফগানিস্তান যোগের গল্পগাথা, যা মহাভারতে গান্ধারীর উপাখ্যান থেকে কুষান যুগের গান্ধার শিল্পধারার মধ্য আজও বহমান।[১০] একই সঙ্গে মধ্যযুগের ইতিহাসে বাংলার সঙ্গে আফগান যোগাযোগের যে অতীত ইতিহাস ছিল তা বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, আফগান কাবুলিওয়ালারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে যে 'আত্মপরিচয়ের সংকটের' (Identity Crisis) সম্মুখীন হচ্ছে একথা অনস্বীকার্য। আত্মপরিচিতি নির্মাণের ক্ষত্রে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে তাঁদের স্থায়ী বসবাসের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেকথা ফুটে উঠেছে বারে বারে। একই সঙ্গে 'অভিবাসিত' ও 'ডায়াস্পোরা' জনগোষ্ঠী হিসাবে কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায় কলকাতার সমাজ-অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে কীভাবে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে সে কথা উঠে আসে। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ইতিহাসের দৃষ্টিতে এবং গবেষণাতে কলকাতাতে বসবাসরত আফগান জনগোষ্ঠীর যে গুরুত্ব আছে তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কাজেই বর্তমান সন্দর্ভে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবন জীবিকার বহুবর্ণ দিকের উপর আলোকপাতের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি

গবেষণা সন্দর্ভটিতে ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতা এবং স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমার মধ্য সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে কলকাতাকে। কারণ ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কাজেই বেশিরভাগ সংখ্যালঘু বৈদেশিক জনগোষ্ঠী প্রাথমিক অবস্থায় কলকাতাতে বসতি স্থাপন করেছিল। এক্ষেত্রে আফগান কাবুলিওয়ালারা কলকাতায় নিজেদের বাসস্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। এছাড়া কাবুলিওয়ালাদের মধ্য একাংশ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলাগুলিতে বসতি স্থাপনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন।

গবেষণা কার্যের সময়কালকে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ১৮৯২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সময়সীমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই সময়সীমাকে বেছে নেওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হল ১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। আবার এই সমসাময়িক সময়ে অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্য বর্ডার স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিকরা যাকে 'ডুরান্ড লাইন' বলে আখ্যায়িত করেন। এই ডুরান্ড লাইন স্থাপিত হওয়ার কারণে অসংখ্য আফগান দেশান্তরিত হয়েছিলেন। যাঁদের একটা অংশ বাধ্য হয়ে ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হয়। ফলে ধরে নেওয়া হয় সেই সময় থেকেই কাবুলিওয়ালারা আগমন পর্ব শুরু হয়। আবার ২০১৬ সালে কলকাতার কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায় তাঁদের সংগঠন 'খুদাই-ই-খিদমদ্গার' (Khudai Khidmatgar) নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে

সর্বপ্রথম কলকাতাতে সমাজসেবা মূলক কাজের অনুষ্ঠানিক ভিত্তিস্থাপন করেন। একশো বছরের বেশি সময় ধরে কাবুলিওয়ালাদের কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই দীর্ঘ কালপর্বে কলকাতার কাবুলিওয়ালদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি কাবুলিওয়ালা বিষয়ক একাধিক বিষয়ের দিকে আমারা অনুধাবন করতে পারব বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটি থেকে।

পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন

ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতায় আগত বিভিন্ন বিদেশি সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী নিয়ে পর্যাপ্ত সাহিত্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং ইতিহাসে প্রচুর তথ্য পাওয়া গেলেও, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আগত কলকাতার আফগান 'কাবুলিওয়ালা'দের নিয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তেমন কোনও ইতিহাস উঠে আসে না। একইসঙ্গে উঠে আসে না কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে ঐতিহাসিক এবং তথ্যনির্ভর আলোচনা। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ বা প্রবন্ধে ভারত আফগান সম্পর্ক বিষয়ক বিষয়ে আলোচিত হলেও, কাবুলিওয়ালা নিয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোচনা সমূহের অপ্রতুলতা রয়ে গেছে। বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্য সম্পর্কের প্রেক্ষিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের বিস্তারিত ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে আফগানিস্তান প্রসঙ্গ একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে সে কথা আমরা প্রথমে জানতে পারি। পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত একাধিক আলোচনাতে ভারত-আফগানিস্তান প্রসঙ্গ বার বার উঠে আসে। একইভাবে মধ্য যুগের ইতিহাসে ভারত-আফগান সম্পর্কের বিবিধ বিষয় ইতিহাস চর্চায় উঠে আসে। এক্ষেত্রে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসাবে উঠে আসে 'আকবরনামা'। এখানে ভারতের পূর্বাংশে আফগানদের বিষয়ে তথ্য ও উপকরণে পরিপূর্ণ। এরপর একে একে বাবরনামা, হুমায়ুননামা ইত্যাদি গ্রন্থগুলি থেকে বাংলার সঙ্গে আফগানদের সম্পর্ক বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে। এই গ্রন্থগুলি থেকে আমরা জানতে পারি কীভাবে তুর্ক-আফগান যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্য প্রাচ্যের সম্পর্ক

স্থাপন এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পাদিত হওয়ার ইতিহাস। পরবর্তী সময়ে বিশেষত ঔপনিবেশিক আমলে ইঙ্গ-আফগান বিষয় সম্পর্কিত ইতিহাস চর্চায় অগণিত পুস্তক, দলিল দস্তাবেজ, ঔপনিবেশক নথিতে আফগানিস্তানের কথা জানা যায়। এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দু-দেশের সম্পর্কের ইতিহাস নিয়েও উঠে আসে অসংখ্য আলোচনা। এই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আফগানদের আগমনের ইতিহাস উঠে আসে। যার মধ্য পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহর ছিল অন্যতম। কারণ কলকাতা তখন অভিবাসিত এবং ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান পীঠস্থান। ফলে আর্মেনিয়ান, জিউস, পার্সি, চাইনিজ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, চিনা, ফরাসি, রাশিয়ান, পর্তুগিজ এবং সর্বোপরি আফগানরা কলকাতাকে বাসস্থান হিসাবে গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

১৮৭০ এর দশকে আদমশুমারির মধ্য দিয়ে ভারতের ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ ও বর্ণ ইত্যাদির তথ্য উঠে আসে ঔপনিবেশিক নথিতে। প্রথম আদমশুমারি ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে ধর্মের নিরীখে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যার অবস্থান এবং তাঁদের পেশা ইত্যদি বিষয় গুরুত্ব পায়। ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত মানুষের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা থেকে আগত জনগোষ্ঠীর ইতিহাস উঠে আসে। ১৮৭২ সালে H. Beverley[১১] (1872) বাংলার জনগণনাতে দেখিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাতে অবস্থিত বিভিন্ন বিদেশি জনগোষ্ঠীর কথা। বেভারেলি এখানে কয়েকটি জনগোষ্ঠীর কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন আফগানরা সম্ভবত মুর্শিদাবাদে নবাবের রাজদরবারে চাকরি করতেন, আর্মেনিয়ানরা মূলত কলকাতাতেই বসবাস করতেন, চিনারা জুতোর কারখানা এবং ছুতোর মিস্ত্রির কাজ করতেন কলকাতা এবং ঢাকাতে। এছাড়া জিউস এবং পার্সিরা কলকাতা শহরেই বসবাস করতেন। সুতরাং ঔপনিবেশিক আমলে বেভারেলির রচনা ছিল সর্বপ্রথম বাংলা তথা কলকাতায় অবস্থিত আফগান সহ অন্যান্য বৈদেশিক সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস চর্চার অন্যতম প্রধান দলিল।

Reverond Father Jems Long তাঁর *Calcutta and its Neighborhood History of people and Localities from 1690 to 1857* [১২] (1974) গ্রন্থের তিনটি অধ্যায়ে বিভিক্ত।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক লিখেছেন সেকালের কলকাতার মানুষের ইতিহাস। যেখানে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ডাচ, পর্তুগিজ, জার্মানিদের আগমনের কথা জানা যায়। এছাড়া পরবর্তী সময়ে জিউস, আর্মেনিয়ান এবং মাড়োয়ারিদের কথা জানা যায়। এই সমস্ত বিদেশি জনগোষ্ঠীর তৈরি স্মৃতি সৌধ কলকাতার বুকে কোথায় কীভাবে রয়েছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ফুটে ওঠে। তবে আফগানদের বিষয়ে তেমন কোনও আলোচনা পাওয়া যায় না। *Calcutta Old and New* [১৩] (1907) গ্রন্থে H.E.A Cotton ও একই ভাবে বর্ণনা করেছেন কলকাতার উৎপত্তি সংক্রান্ত ইতিহাসের সঙ্গে কীভাবে ডাচ, পর্তুগিজ সহ অন্যান্য বিদেশি জনগোষ্ঠী কলকাতাতে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে তাঁরা কীভাবে বসতি স্থাপন করেছিল সে বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে William Wilson Hunter এর রচিত *The Indian Musalmans* [১৪] (1876) গ্রন্থে তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের পাঠান জাতিদের কথা উল্লেখযোগ্য ভাবে উঠে আসে।

তবে শুধু ঔপনিবেশিক শাসকের রচিত ইতিহাস নয়, ভারতের নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, গবেষক, সমাজবিজ্ঞানীদের লেখাতেও কলকাতাতে বসবাসরত আফগান কাবুলিওয়ালাদের কথা উঠে এসেছে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব* [১৫] (১৪০০) যেখানে বাঙালির ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণের সঙ্গে প্রাচীনকালে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, বাংলার গ্রাম নগর বিন্যাস, দেশ পরিচিতি, সমাজ বিন্যাস, বর্ণ বিন্যাস সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসাবে আন্তর্জাতিক ও বৈদেশক বাণিজ্য বিষয়ে বাংলার অবস্থানের কথা জানা যায়। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন কীভাবে রেশম দ্রব্য চিনের মধ্য দিয়ে সিল্করুট হয়ে আফগানিস্তান হয়ে বাংলাতে প্রবেশ করত। তবে এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ বা প্রবন্ধে ভারত আফগান সম্পর্ক নিয়ে বেশি আলোচিত হলেও কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোচনা সমূহের অপ্রতুলতা রয়ে গেছে।

ঋক বৈদিক যুগে ভারত এবং আফগানিস্তানের মধ্য সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যতার বেশ কিছু চিত্র পাওয়া যায়। যেখানে দু-দেশের মধ্য সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সঙ্গে ঐতিহাসিক

সম্পর্কের মেলবন্ধনের ইতিহাস পাওয়া যায়। যেমন মহম্মদ আলির (Mohammed Ali) লেখা *Ariyana or Ancient Afghanistan*[১৬] (1957) গ্রন্থে আফগানিস্তানের বামিয়ানে শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং গান্ধার শিল্পের ঐতিহ্যের কথা জানতে পারা যায়। একই সঙ্গে *'Ancient Indian Culture In Afghanistan'* নামক গ্রন্থে উপ্রেন্দ্রনাথ ঘোষাল লিখেছেন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য কীভাবে আফগানিস্তানের সঙ্গে পরস্পর সংযুক্ত ছিল। মহাকাব্যের যুগ থেকে দুটি দেশের ইতিহাসের মধ্যে একাধিক সংস্কৃতিগত এবং স্থানগত সাদৃশ্যতাও লক্ষ করা যায়। একই সঙ্গে মৌর্যযুগ থেকে কুষাণ যুগের রাজ্য সীমানা এবং কুষাণ শিল্পরীতির সঙ্গে গান্ধার শিল্পকলার সাদৃশ্যতার কথা লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর প্রবন্ধে।[১৭] (1928) এছাড়া উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন ভারতের শেষ বৌদ্ধ মূর্তিগুলির সন্ধান আফগানিস্তানেই সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

তবে আফগানিস্তান এবং আফগান বিষয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে একাধিক আলোচনা পাওয়া গেলেও, কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সঙ্গে আমাদের সর্বপ্রথম পরিচয় ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বিশ্বনন্দিত ছোটগল্প *'কাবুলিওয়ালা'* নামক গল্পটির মধ্য দিয়ে। গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে।[১৮] (১২৯২ বঙ্গাব্দ) মূল গল্পে রবীন্দ্রনাথ রহমত নামের একজন আফগান কাবুলিওয়ালাকে দেখিয়েছেন, যিনি ব্যাবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা নির্বাহের তাগিদে ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতাতে এসেছিলেন সুদূর আফগানিস্তান থেকে। যাঁর পেশা ছিল শুকনো ফল, হিং, সুরমার মতো দ্রব্যাদি গ্রামে গ্রামে বিক্রি করা বেড়ানো এবং মহাজনী ব্যবসা। গল্পের মাঝখানে কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠার কাহিনি ফুটে ওঠে। গল্পটি যত এগিয়ে যায় ততই ফুটে ওঠে কাবুলিওয়ালার বিস্তারিত পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গল্পের মধ্য দিয়ে যেন আভাস দিতে চেয়েছিলেন, কাবুলিওয়ালা গল্পের নায়ক রহমতের মতো এমন আরও অনেক আফগান কলকাতাতে আছেন। যাঁদের সামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক জীবন এবং অর্থনৈতিক জীবন কাবুলিওয়ালা গল্পের নায়ক রহমতের মতোই। সুতরাং কাবুলিওয়ালা গল্পের এই ছোট্ট পরিসরে উঠে আসে কলকাতার কাবুলিওয়াদের খণ্ড খণ্ড জীবনের সময়চিত্র। তবে 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে রহমতের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উঠে এলেও সমগ্র

কাবুলিওয়ালাদের সামগ্রিক চিত্র ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সেভাবে উঠে আসেনি। এছাড়া রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে কাবুলিওয়ালাদে জীবন-জীবিকার মধ্য যে বহুবিধ পরিবর্তন এসেছিল সে কথা জানবার অবকাশ কাবুলিওয়ালা গল্পের মধ্য পাওয়া যায় না। কাজেই বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটিতে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের মধ্য বসবাসরত কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে সামগ্রিক চিত্রকে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা *দেশে বিদেশে* [১৯] (১৯৪৮) গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম এক আকরগ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। মুজতবা আলী তার নিজস্ব সহজাত শৈল্পিক কাব্যগুণের মাধ্যমে গ্রন্থটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক যুগের অনেক অজানা গল্পকথা ও ইতিহাস। মূল গল্পে তিনি ভারত আফগানিস্তানের মধ্য প্রাচীন সম্পর্ক, আফগানিস্তানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন, আফগান রূপকথার বৈচিত্র্য, আফগানিস্তানের বিস্তীর্ণ সময়ের রাজনীতি, গৃহযুদ্ধ, ব্রিটিশ আমলের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। আবার কাবুলিওয়ালাদের কথাও সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। যেখান থেকে জানা যায় কাবুলিয়ালারা আফগানিস্তানের কোন প্রদেশগুলি থেকে কলকাতায় এসেছিলেন এবং কোন পথ দিয়ে তাঁরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করতেন। এছাড়া তাঁদের খাদ্যাভাস এবং সাংস্কৃতিক জীবনের একাধিক চিত্র গ্রন্থটিতে উঠে আসে। তবে গ্রন্থের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে আছে আফগানিস্তানের বর্ণনা, রাজা বাদশাদের সময়ের একাধিক কাহিনি। তবে গ্রন্থটিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে সে সমস্ত তথ্য উঠে আসে তা নিতান্ত যৎসামান্য। তাঁর লেখা অন্য আর একটি গল্প *শবনম* [২০]। (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) এই গল্পের মধ্য দিয়েও আফগানিস্তানের ইতিহাসের কয়েকটি প্রচ্ছন্ন দিক উঠে আসে। যেখানে কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অপ্রতুলতা আছে।

১৩৬৯ বঙ্গাব্দে শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *পথ-চল্‌তি* [২১] (১৯৬০) গ্রন্থে বারোটি প্রবন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্য অন্যতম একটি ছিল 'কাবুলিওয়ালার সহযাত্রী' নামক গল্পটি। এই গল্পের মধ্য কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে অনেকটা তথ্য উঠে আসে। যেমন কাবুলিওয়ালাদের ভাষা, তাঁদের খাদ্য, পাঠান উপজাতির শ্রেণিবিভাগ এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের বরিশালের পটুয়াখালিতে যে কাবুলিওয়ালাদের সুদের কারবার ছিল, সে কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। সুনীতি বাবু আরও দেখিয়েছেন বরিশালের

কাবুলিওয়ালারা তাঁদের নিজেদের ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রে যেমন দক্ষতা ছিল, তেমনই বরিশালি ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রে তাঁদের সমান দক্ষতা ছিল। তবে তাঁরা কলকাতার বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারতেন না। এছাড়া শ্রী রমানাথ বিশ্বাসের লেখা *আফগানিস্তান ভ্রমণ*[২২] (১৯৪৩) নামক গ্রন্থে তিনি আফগানিস্তানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটির মধ্য কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে লিখতে গিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন, যেমন এঁরা সুদের ব্যবসা করার জন্য কলকাতায় আসতেন এবং কলকাতাতে যে সমস্ত কাবুলিওয়ালারা আসতেন তাঁদের মধ্য শুধুই যে মুসলিম পাঠান ছিলেন তা নয়। অনেকেই এমন আছেন যাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়ের। এছাড়া গ্রন্থটিতে তিনি দেখিয়েছেন আফগানিস্তানে কীভাবে বাঙালি পরিবারের মেয়েরা কাবুলিওয়ালাদেরকে বিয়ে করে সংসার জীবন অতিবাহিত করছেন। তবে এখানেও কলকাতার আফগান কাবুলিওয়ালাদের বর্ণনা বিস্তারিত ফুটে ওঠে না। সুতরাং উক্ত গবেষণা সন্দর্ভে কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে ইতিহাসের প্রেক্ষিত আলোচনায় অবকাশ রইল।

সাম্প্রতিক সময়ে *কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ*[২৩] (১৯৯৮) গ্রন্থটিতে সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে একেবারে অন্য এক চিত্র চিত্রায়িত করেছেন। গল্পটি লেখিকার জীবনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ। যেখানে জাম্বাজ নামের এক আফগান কাবুলিওয়ালার সঙ্গে লেখিকার প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং আফগানিস্তানের কঠিন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশের মধ্য কাটানোর দীর্ঘ সময়ের দিনলিপি বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে উঠে এসেছে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের জীবনের একাধিক দিক। বিশেষত কলকাতা শহরে তাঁদের আগমনের কাহিনি, তাঁদের বসতি স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশাগত জীবন, আফগানিস্তানে বাঙালি নারীর অবস্থা এবং ধর্মীয় মৌলবাদ সম্পর্কিত একাধিক প্রসঙ্গ। তবে এখানেও কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে সামগ্রিক তথ্য উঠে আসে না। সুস্মিতা বন্দোপাধ্যায়ের লেখা আফগানিস্তান সম্পর্কিত লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ *মোল্লা ওমর তালিবান ও আমি*[২৪] (২০০১) এবং *এক বর্ণ মিথ্যে নয়*[২৫] (২০০২) গ্রন্থগুলিতেও উঠে আসে আফগানিস্তান সম্পর্কিত একাধিক অজানা ইতিহাস।

কাবুলিওয়ালাদের অন্যান্য অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য অন্যতম ছিল সুদের ব্যবসা। এই সুদের কারবার পরিচালনা করার কারণে অনেক সময় তাঁরা এ-দেশীয় লোকেদের নিয়োগ করতেন। বাংলা গল্প সংকলনে *সুলেমানের বিচার* [২৬] (২০১৬) নামক গল্পে সুব্রত সেনগুপ্ত এই একই বিষয়ের উপরে আলোকপাত করেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র সুলেমানের কাজ ছিল কাবুলিওয়ালাদের অনাদায়ে পড়ে থাকা সুদের টাকা আদায় করা। এই গল্পের মাধ্যমে জানা যায় কীভাবে কাবুলিরা সুদের টাকা আদায় করতেন বাজার থেকে। আবার *কাবুলের পথে পথে* [২৭] (২০০৯) নামক গ্রন্থে পান্থজন বর্ণনা করেছেন আফগানিস্তান বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনালোচিত ইতিহাস। যেখানে আফগান স্বাস্থ্য, বিয়ে, খাদ্য, আফগান নারীদের কথা তুলে ধরেছেন। এখানেও কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে আলোচিত হলেও তা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। এছাড়া অমিতাভ রায়ের লেখা *কাবুলনামা* [২৮] (২০১০) গ্রন্থে আফগানিস্তান বিষয়ে বেশকিছু তথ্য উঠে আসে। এছাড়া সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর লেখা *সীমান্তের অন্তরালে* [২৯] (২০১৭) গ্রন্থেও কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে খুবই স্বল্প পরিসরে আলোচিত হয়েছে। এখানে কোন পথ দিয়ে কাবুলিওয়ালারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হলেও কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে আলোচনা ইতিহাসের প্রেক্ষিতে অপ্রতুল আছে।

The Kabuliwalas: Afghan moneylending and the credit cosmopolis of British India 1880-1947[৩০] (2020) নামক প্রবন্ধে H.William Warner কাবুলিওয়ালাদের সুদের ব্যবসার উপরে মূলত আলোকপাত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন আফগানিস্তানের কোন অঞ্চলের পাঠানরা সুদের ব্যবসাতে নিযুক্ত ছিলেন এবং ভারতের কোন প্রদেশগুলি থেকে এঁরা সুদের ব্যবসা পরিচালনা করতেন। লেখক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখিয়েছেন ঠিক কত সংখ্যক কাবুলিওয়ালারা সুদের ব্যবসাতে জড়িত ছিলেন। কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কাবুলিওয়ালারা এই সুদের ব্যবসা করতে গিয়ে কীভাবে কলকাতার মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ফলে একটা সময়ের পরে তাঁরা এই মহাজনি ব্যবসা থেকে অব্যহতি নিয়ে অন্য কাজ খুঁজতে উদ্যত হয়েছিলেন। *My Enemy's Enemy* [৩১] (2017) গ্রন্থে *Avinash Paliwal' তাঁর Kabuliwallah A Brief History of India- Afganisthan*

নামক প্রবন্ধে লিখেছেন ভারত-আফগানিস্তানের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্মাণে আফগান কাবুলিওয়ালাদের ভূমিকা কেমন ছিল। তবে উক্ত প্রবন্ধের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। *Afghan Hindus and Shikh*[৩২] (2019) গ্রন্থে Indrajeet Singh আফগান শিখ ও আফগান হিন্দুদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে উক্ত প্রবন্ধ এবং গ্রন্থগুলিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সামগ্রিক আলোচনার অপ্রতুলতা রয়েছে।

Afghan Refugee In Indo-Afghan Relation[৩৩] (2013) প্রবন্ধে Anne Sophie Bentz এবং *India's relation with Afghanistan*[৩৪] (2011) প্রবন্ধে রাখব শর্মা ব্যাখ্যা করেছেন আফগানিস্তানের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থাতে ভারত কীভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ক্রমাগত।'*The Boat People: The UNHCR and Afghan Refugees', 1978-1989*[৩৫] (2013) তে Jaci Eisenberg দেখিয়েছেন ভারতে বসবাসরত আফগান শরণার্থীর অবস্থা এবং ভারত এই শরণার্থীদের জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। ভারত সরকার শরণার্থী বিষয়ক আইন মোতাবেক আফগান অভিবাসিত নাগরিককদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন সেই বিষয়ে একাধিক তথ্য উঠে আসে। আবার Asish Bose এর লেখা *Afghan Refugee in India*[৩৬] (2004) প্রবন্ধে ভারতে অবস্থিত আফগান শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিবাসিদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। যাঁরা দিল্লি ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে দীর্ঘদিন বসবাস করছেন। আশিস বোস আরও দেখিয়েছেন *UNCHER* এর তথ্য অনুযায়ী ভারতে আফগান অভিবাসিত মানুষের অবস্থানের কথা। এখানে তিনি আফগান কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে আংশিক আলোচনা করেছেন। দেখানো হয়েছে কাবুলিওয়ালাদের মহাজনি কারবারের প্রসঙ্গ, কাবুলি চানা বিক্রেতা থেকে তাঁদের 'কাবুলিওয়ালা' নামে ভূষিত হওয়ার প্রসঙ্গ এবং পরবর্তীকালে আফিম ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরে তাঁদের হাতে যে প্রচুর টাকা পয়সা আসে এবং তা দিয়েই বাংলাতে সুদের কারবার শুরু করে। তবে এখানেও আফগান অভিবাসী নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা বড় করে দেখানোর প্রয়াস নেওয়া হলেও কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে তেমন কোনও আলোচনার অবকাশ পাওয়া যায় না।

হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা গুপ্তা, শিপ্রা মুখার্জী সম্পাদিত *'Calcutta Mosaic Essaysa and Minority Communities of Calcutta*[৩৭] (2012) গ্রন্থে কলকাতার সংখ্যালঘু দেশি এবং বিদেশি জনগোষ্ঠীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এখানে আর্মেনিয়ান, জিউস, চিনা, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, সিন্ধি, শিখ, দক্ষিণ ভারতীয় ইত্যাদি জনগোষ্ঠির কথা উঠে এসেছে। কলকাতাতে তাঁদের বাসস্থান, জনসংখ্যার অনুপাত, পেশা, খাদ্য ইত্যদি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা পাওয়া যায়। তবে গ্রন্থটিতে আফগান কাবুলিওয়ালা জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কোনও ইতিহাস উঠে আসে না। সুকান্ত চৌধুরী তাঁর *Calcutta The living city*[৩৮] (1990) নামক দুই খণ্ডের গ্রন্থে কলকাতার ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। যেখান 'চিতপুর' নামক (Chitpur) প্রবন্ধে বাণী গুপ্তা ও জয়া চাহলিয়া স্বল্প পরিসরে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে দেখানো হয়েছে কাবুলিওয়ালারা কলকাতার মোমিনপুরে জুতোর (Chappal) ব্যবসাতে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া *Muslims of Calcutta*[৩৯] (1974) গ্রন্থে M.K.M Siddique তুলে ধরেছেন কলকাতার মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক ইতিহাসকে। যেখানে বিদেশি মুসলিম জনগোষ্ঠী হিসাবে আফগান কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে একাধিক তথ্য উঠে আসে। যেমন কাবুলিওয়ালাদের আদি বাসস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মীয় রীতিনীতি, আফগান বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে নানা রকমের তথ্য উঠে আসে। তবে উক্ত গ্রন্থগুলিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অপ্রতুলতা রয়ে গেছে।

New Faces in old Calcutta[৪০] (2008) গ্রন্থে পীযূষ কান্তি রায় কলকাতার ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তিনি কলকাতার জিউস, আর্মেনিয়ান, চিনা, ফার্সি, গ্রিক, পর্তুগিজ, অ্যাংলো- ইন্ডিয়ান প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের কথা আলোচনা করেছেন। তবে কলকাতার অভিবাসী জনগোষ্ঠীর কাবুলিওয়ালাদের উপরে তিনি কোনও আলোকপাত করেননি গ্রন্থটিতে। *Home, city and Diaspora: Anglo-Indian and chinese attachment to calcatta*[৪১] (2012) তে এলিসন ব্লুন্ট ও জয়ানি ব্যনার্জি কলকাতার ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠী হিসাবে 'চিনা' এবং 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান'দের কথা উল্লেখ করলেও কলকাতার অন্যান্য ডায়াস্পোরা জনগোষ্ঠীদের বিষয়ে আলোকপাত

করেননি। এছাড়া কলকাতার বিদেশি জনগোষ্ঠী বিষয়ে লিখিত একাধিক গন্থ, প্রবন্ধ এবং সূত্রগুলি থেকে কলকাতার আফগান জনগোষ্ঠীদের বিষয়ে খণ্ড খণ্ড সময়চিত্র উঠে আসলেও, তাঁদের সামগ্রিক চিত্র উঠে আসে না। এছাড়া বিলাল সেখ রচিত *Pattern of Afghan Migration to India during Medieval Period* [৪২] (2016) প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন মধ্যযুগে আফগানরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন দিল্লি সুলতানের অধীনে সামরিক বাহিনীতে চকরির খোঁজে। আবার অনেকেই এসেছিলেন ব্যবসা বাণিজ্যের খোঁজে। বিলাল সেখের এই প্রবন্ধে সুলতানি যুগ থেকে মুঘল যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে আফগান অভিবাসনের কারণ সন্ধানের প্রচেষ্টা করা হলেও সাম্প্রতিককালে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের উপরে তিনি আলোকপাত করেননি।

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কলকাতার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় [৪৩] (২০০৩) গ্রন্থে শেখ মকবুল ইসলাম কলকাতার মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে কলকাতার পত্তন, নগর কলকাতার বিকাশে মুসলিমদের ভূমিকা, কলকাতার মুসলমানদের জীবিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন একইসঙ্গে কলকাতায় বসবাসরত দেশি বিদেশি মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাস লিখেছেন। যাদের মধ্য আফগানদের কথা লিখতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কান্দাহার, মাজারশরিফ, গজনি থেকে কাবুলিওয়াদের কলকাতাতে আগমন ঘটেছিল। একই সঙ্গে গ্রন্থটিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের ভাষা, সুদের কারবার ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তবে গ্রন্থটিতে কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে কলকাতার প্রেক্ষিতে বিস্তারিত তথ্য উঠে আসে না। *কলকাতার প্রতিবেশী* [৪৪] (২০০২) গ্রন্থে পীযূষ কান্তি রায় আলোচনা করেছেন কলকাতাতে বসবাসরত চিনা, আর্মানি, ইহুদি, পার্শি এবং শিখ জনগোষ্ঠীর কথা। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবন, ভাষা, ধর্মস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উঠে এলেও কলকাতার অন্যতম বিদেশি জনগোষ্ঠী আফগান কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ইতিহাসের আলোকে উঠে আসে না।

মোঃ ফজলুল হকের লেখা *আফগানিস্তানের ইতিহাস*[৪৫] (২০১৭), দেবাশিশ চক্রবর্তী, অধৃষ্য কুমার এবং স্বাতী বিশ্বাসের সম্পাদিত *আফগানিস্তান এবং সমসাময়িক বিশ্ব*[৪৬] (২০০১)ও Shaista Wahab এবং Barry Youngerman *রচিত A Brief History of Afganisthan*[৪৭] (2010) গ্রন্থগুলিতে আফগানিস্তানের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং

আফগান জনজাতির ভাষা ও গোষ্ঠী সম্পর্কে একাধিক তথ্য উঠে আসে। যার মধ্য দিয়ে কলকাতার অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। তবে গ্রন্থগুলিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে আলোচনার পরিসর খুবই সংক্ষিপ্ত।

রমেশচন্দ্র চন্দের লেখা *গান্ধারীর দেশে*[৪৮] (২০২১) এবং *গাঁ শহর বিভূঁই দিল্লি ও কাবুল*[৪৯] (২০১০) গ্রন্থে কাবুলের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন আফগানিস্থান থেকে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত আফগানিস্তানের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এরই মাঝে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের পাকিস্তান লাগোয়া 'পাক্তিয়া' বা 'পাকতিয়া' অঞ্চলে থেকে ভারতে আগমনের ইতিহাস উঠে আসে। একই সঙ্গে লেখক পাখতুনিস্তানের পাখতুন জনগোষ্ঠীর অভ্যুদয় ও আফগান রাষ্ট্রের গোড়া পত্তনের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেছেন।

এছাড়া কলকাতা বিষয়ক একাধিক পত্র পত্রিকা, প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে খণ্ড খণ্ড চিত্র উঠে আসে। যেমন অতুল সুরের লেখা *৩০০ বছরের কলকাতা*[৫০] (২০১৪), রাধারমণ রায়ের লেখা *কলকাতা বিচিত্রা*[৫১] (১৯৯১) এবং নিখিল সুরের লেখা *কলকাতার নগরায়ণ রুপান্তরের রূপরেখা*[৫২] (২০১৫) নামক গ্রন্থগুলিতে কলকাতার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাবুলিওয়াদের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উঠে এসেছে। তবে আফগান কাবুলিওয়ালাদের বিষয়ে গ্রন্থগুলিতে পর্যাপ্ত তথ্য উঠে আসে না। তাই আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে 'কাবুলিওয়ালা' এবং 'কলকাতার আফগান' জনগোষ্ঠীদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার উদ্যেশ্য

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের মূল উদ্যেশ্য ভারত আফগানিস্তান সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে কলকাতাতে বসবাসরত আফগান কাবুলিওয়ালাদের আর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের উপরে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং সন্দর্ভটির মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের পরিচয়, তাঁদের পেশাগত জীবন ও তাঁদের বেঁচে থাকার কৌশল এবং সর্বোপরি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের সামাজিক

সংগঠন, রাজনৈতিক অবস্থান এবং ধর্মীয় জীবনের একাধিক বৈচিত্র্যের কথা তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এছাড়া 'আত্মপরিচয় সংকট' কীভাবে তাঁদের জীবনের উপরে প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

গবেষণা প্রকল্প

কলকাতার অভিবাসিত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্য আফগানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল অনেকখানি নিম্নমুখী। ব্রিটিশ ভারতে আফগান কাবুলিওয়ালারা সূদুর আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে শুকনো ফল, আতর, সুরমা ইত্যাদি নিয়ে কলকাতাতে ব্যবসা বাণিজ্যের পসড়া সাজিয়েছিলেন। ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবন ছিল স্বাধীন ও স্বচ্ছল। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে আফগানিস্তান থেকে এই সমস্ত পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসতে তাঁদের বেশ সমস্যার মধ্য পড়তে হয়। একই সঙ্গে কলকাতার অর্থনৈতিক মানচিত্রে তাঁদের মানিয়ে নিতে অসুবিধা হতে থাকে। এর ফলে তাঁরা সংকটের মধ্য পড়তে বাধ্য হয়। তবে বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের পর থেকে তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা আবার উন্নতি সাধন করতে শুরু করে। কারণ এই সময় থেকে ভারত আফগানিস্তান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নতি হতে থাকে, এছাড়া শহর কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা নিত্য নতুন পেশা গ্রহণ করতে থাকে। বর্তমানে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা এই শহরে নিজেদের আত্মপরিচিতি নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং ক্রমশ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে। গবেষণা সন্দর্ভটিতে এই আলোচনার রেশকে উল্লেখ্য করে কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হল।

- ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতার বিভিন্ন অভিবাসিত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্য আফগান কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল খানিকটা অনগ্রসর।
- ঔপনিবেশিক ভারতে খুব সহজেই আফগানিস্তান থেকে বিভিন্ন রকমের ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য আমদানি করা যেত ফলে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে তাঁরা ছিলেন অনেকটা স্বাধীন ও স্বচ্ছল।

- স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে এক দেশ থেকে অপর দেশে অবাধ যাতায়াতের ক্ষেত্রে নানা রকমের নিয়মকানুন ও নির্দেশিকা জারি হওয়ার ফলে কাবুলিওয়ালা সংকটের মধ্য পড়ে যায়। ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনে একাধিক সমস্যা দেখা দেয়।
- নব্বইয়ের দশকের পর থেকে ভারত আফগানিস্তান আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন হওয়াতে পুনরায় আবার যোগাযোগের ক্ষেত্র নির্মাণ হয়। তবে নাগরিকত্বের সমস্যা তাঁদের জীবনে অন্যতম সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়।
- সাম্প্রতিক সময়ে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা পেশাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কলকাতার সাধারণ মানুষের মতো তাঁরা পেশা গ্রহণ করতে উদ্যত হতে থাকেন এবং এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে নিজেদের অভিযোজন করে চলেছেন প্রত্যেক মুহূর্তে।

গবেষণা সম্পর্কিত প্রশ্ন

সন্দর্ভের মূল প্রকল্পগুলিকে সামনে রেখে বর্তমান সন্দর্ভে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন-

১. ঔপনিবেশিক আমলে কীভাবে কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল?

২. ব্রিটিশ ভারতে আফগান কাবুলিওয়ালারা কীভাবে কলকাতার অর্থনীতির সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল?

৩. স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে কলকাতার কাবুলিওয়ালারা কীভাবে নিজেদের অভিযোজিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন?

৪. ভারত-আফগানিস্থান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাব কাবুলিওয়ালাদের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল?

৫. কলকাতার মিশ্র অর্থনৈতিক জীবন এবং কাবুলিওয়ালাদের নিজেস্ব পেশার ধরন কীভাবে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিল?

গবেষণার উপাদান

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটিকে পূর্ণতা দান করার জন্য প্রাথমিক/ মুখ্য উপাদানের হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ঔপনিবেশিক বাংলার আদমশুমারির তথ্য, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উল্লেখযোগ্য নথিপত্র (Calcutta Municipal Corporation), ভারতীয় জাতীয় লেখ্যগার (National Archives of India), পশ্চিমবঙ্গ লেখ্যগারের (West Bengal State Archives) উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কিত মুখ্য গ্রন্থাবলি, বিভিন্ন গেজেটিয়ার তথ্য, আফগান বিষয়ক বিভিন্ন আকর গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং প্রবন্ধ। এছাড়াও বিভিন্ন সংবাদপত্র, জার্নাল থেকে প্রকাশিত তথ্য ইত্যাদি। এর সঙ্গে মুখ্য উপাদান হিসাবে যুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার থেকে আহৃত তথ্য। এছাড়া কলকাতা সহ তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কাবুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের উপরে পর্যবেক্ষণ (ক্ষেত্রসমীক্ষা) করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, গবেষণা সন্দর্ভ, এছাড়া বৈদুতিন মাধ্যম (ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট) থেকে সংগৃহীত তথ্য উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এই সমস্ত তথ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন এবং ইতিহাসের যুক্তিনির্ভর পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব এই গবেষণা সন্দর্ভ নির্মাণে মুখ্য ও গৌণ দুই ধরণের উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাসন্দর্ভ সমীক্ষা, তথ্য ও তত্ত্বের মেলবন্ধন নির্মিত হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণাপত্র নির্মাণের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন প্রথম পর্যায়ে–তথ্য সংগ্রহ করা, এগুলি বিভিন্ন লেখ্যগার, গ্রন্থাগার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে-সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সঠিকভাবে চয়ন করে তার ব্যবহার করা এবং সবশেষে নির্বাচিত তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত বা উপসংহারে উপনীত হওয়া। গবেষণার মূল উপাদানগুলি কলিকাতা জাতীয় গন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা লেখ্যগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার লাইব্রেরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা মেট্রোপলিটন লাইব্রেরি, ও বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠিত গন্থাগার, এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বা সংবাদপত্রের লেখ্যগার থেকে

সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সব উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থের বক্তব্যও এখানে সমান্তরালভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

বর্তমান সন্দর্ভটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। ভূমিকাতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, সাহিত্য অভীক্ষা, উদ্দেশ্য, গবেষণা সম্পর্কিত প্রশ্ন, গবেষণার উপাদান, পদ্ধতি ও প্রতি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে: ভারত আফগানিস্থান ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে দু-দেশের মধ্য সম্পর্কের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ এবং আফগানদের ভারত আগমনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে দু-দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রভাব কীভাবে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের উপরে পড়েছিল। এক্ষেত্রে তথ্যের উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে: আলোচিত হয়েছে কলকাতার অভিবাসনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এবং কলকাতার অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়া অধ্যায়টিতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কলকাতার অন্যান্য অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের পার্থক্য কোথায়। একই সঙ্গে এই সমস্ত অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর মধ্য কাবুলিওয়ালারা ‘প্রান্তিক’ ও ‘ডায়াস্পোরা’ জনগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত কিনা সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া কাবুলিওয়াদের জীবনে কীভাবে আত্মপরিচয়ের সংকট নেমে এসেছে তার নিরিখে বাস্তুচ্যুতি এবং নাগরিকত্বের মতো সমস্যার উপরে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে: আলোচিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে আফগান কাবুলিওয়ালাদের কলকাতাতে আগমনের প্রেক্ষাপট এবং বসতি স্থাপনের কারণ। এছাড়া আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা, ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে তাঁদের অন্য দেশে দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল। একই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে সমসাময়িক সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার গুরুত্ব এবং কলকাতাতে কাবুলিওয়ালাদের আগমনের প্রাথামিক পর্বের ইতিহাস। সর্বোপরি শহর কলকাতার সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের সম্পর্কের গোড়ার কথা এই অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে: আলোচনা করা হয়েছে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের পর্যালোচনা। অধ্যায়টিতে আলোচিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের অর্থনৈতিক জীবন কেমন ছিল এবং তাঁরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। প্রথম দিকে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনের ধরন কেমন ছিল এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কী কী পরিবর্তন এসেছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া তাঁদের সামাজ জীবনের অঙ্গ হিসাবে তাঁদের পারিবারিক জীবন, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অঞ্চলগত বিভাজন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে তাঁরা কীভাবে রাজনীতির আঙিনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে স্বজাতির উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে: কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে কলকাতার সংস্কৃতির সঙ্গে কাবুলিওয়ালারা কীভাবে নিজেদের সংস্কৃতিকে সম্পৃক্ত করেছিলেন এবং একই সঙ্গে নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ফলে তঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন, সাজসজ্জা খাদ্য সংস্কৃতি, খেলাধূলা ও শরীর চর্চা, ভাষার মতো বিষয় গুলিকে গভীরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে তাঁদের ধর্মীয় কার্যকলাপের বিভিন্ন দিকের মধ্যে তাঁদের ধর্মীয় জীবন, ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠানের উপরে আলোচিত হয়েছে। সবশেষে উপসংহারে কলকাতার কাবুলিওয়ালাদের সার্বিক ইতিহাস তথা গবেষণার মূল বক্তব্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংযোজনীতে গবেষণার প্রাসঙ্গিক তথ্য, চিত্র, মানচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আর গবেষণায় ব্যবহৃত উপাদান ও সহযোগী উপাদানগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থপঞ্জিতে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উপাদান

ইংরেজি

জাতীয় লেখ্যগার (National Archives of India)

File No- *5/1/49, Foreigners I Section,1949, Ministry of Home Affairs, Government of India, NAI.*

File No-*187-CO, 1937, Registers Branch, Political Department, NIA.*

File No- *102, April 1903, FB, FD, The kabuli Pest, The Englishman.*

File No- *31/10/49, Foreigners I Section, NAI, Transit visas En Route to East. Pakistan Granted to Indebted Kabul Afghan Moneylenders and Petty Traders.*

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যগার (West Bengal State Archives)

ক) রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের নথিপত্র (Intelligence Branch)

File No- *236/39(16c) Foreigners Afghan National in turn through India toEast Pakistan (Murshidbad).*

File No- *236/39(16) Afghan National in Murshidabad.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan Nastional in Mednipore.*

File No- *236/39(16F) Foreigners Passport Afghan National in throughout Mednipore East.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Calcutta.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in North 24 Parganas.*

File No- *236/39(16C) Foreigners Afghan National in transit through India to East Pakistan region North 23 Parganas.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in North 24 Parganas.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Malda.*

File No- *236/39(16C) Foreigners Afghan National in Malda.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Nadia.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Bankura District.*

File No- *236/39(16C) Foreigners Afghan National in transit through India – Jalpaiguri.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Jalpaiguri.*

File No- *236/39(16C) Afghan National in Dinajpur.*

File No- *236/39(16) Foreigners Afghan National in Hawrah.*
File No- *236/39(16) Foreigners Consulate office statical in Calcutta list.*

খ) স্বরাষ্ট্র রাজনৈতিক দপ্তরের নথিপত্র (Home Political Confidential)

File- *12/A- 4, Progs- B 373-76 (May) Grant to hill allowance to sardar Abdul Aziz khan to proceed to the hills during -1937.*
File- *12A-1, progs 921-22 Afghan move to Sardar Abdul Aziz khan, An Refugee (1937 July-September).*
File- *12A-1, Progs B- 20-22 Annual Return of Refugee for 1937 (1938 January-March).*
File- *IC-10, progs B- 83 (January-March) Return of calls to Foreign in Calcutta.*
File- *10A-1, Progs B-462-65 (March-1954) Submission of Afghan Refugee residing in India.*

সরকারী প্রকাশনা (Government and official Publication)

Beverley, H: *Report on the Census of Bengal 1872,* Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1872.
Cotton, H.E.A: *Calcutta Old and New,* Dalhousie Square, W. Newman and Company, 1907.
Elphinstone: *An Account of Kingdom of cabul and its dependence in Persia, Tartary and India,* London, Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown and J.Murray, 1815, p.359.
Father Jems Long, Reverond: *Calcutta and its Neighborhood History of People and Location from 1690 to 1857*, Calcutta, Calcutta Indian Publication, 1947.
Hunter, W.W: *The Indian Musalman,* 3rd edition, London, Trubner and Company, 1876.
Risley, H.H: *The People of India, Calcutta & Simla*, Thacker Spink Co., 1915.
Wise, James: *Notes on the Races, Caste and Traders of Eastern Bengal,* Not Published, London, Harrison and sons, 1883.

ভারতের জনগণনা (Census of India)

Census of India 1881, 1991, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011

কলকাতার আফগানদের বিষয়ক চিঠিপত্র (The Letters about the matter of Kolkata's Afghans)

Letter of G. Sha (Royal Afghan Embassy, Delhi) to the Lala Jaan Khan, All India Pakhtoon-Jirga-E-Hind, Calcutta, Date 30th 1957.

Letter of Mamta Banerjee (President of West Bengal Pradesh Youth Congress (I) Committee) to the Khan Jal Jaan Khan, Calcutta, Date 28th October, 1995.

Letter of Chitta Basu (Member of Parliament, Lok Sabha) to the President of All India Pakhtoon Jirga-e-Hind. Calcutta, Date 11th October, 1996.

Letter of Yesmin Nigar Khan (President of All India Pakhtoon Jirga-e-Hind) to the Indrajit Gupta, (Home Minister, India, New Delhi) Date 2nd July, 1996.

Letter of Indrajit Gupta (Home Minister, Govt of India) of the Shri Chitta Basu (MP, New Delhi) Delhi, Date 7th July, 1997.

Letter of Buddhadeb Bhattacharjee (Minister: Home (Police) Information & Cultural Affairs Department, West Bengal) of the Miss Yesmin Nigar Khan (All India pakhtoon Jirga-e-Hind President), Calcutta, Date 19th May, 1998.

সংসদের বক্তৃতা ও কার্যধারা (Parliament Speech Proceeding)

Speech by Prime Minister at the Parliament of Afghanistan December 25, 2015.

Selected Speech of Indira Gandhi: January 1966 Aug, (India Ministry of Information and Broadcasting, Publication Division, 1971.

কাবুলিওয়ালা বিষয়ক বাংলা আকরগ্রন্থ

কাবুলিওয়ালা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, সাধনা পত্রিকা, ১২৯৯।

Secondary Source (সহায়ক উপাদান)

ইংরেজি

Abraham, Isaac S: *Origin and History of the Calcutta Jews,* Calcutta, Asian Printers, 1969.

Afganistan Encyclopaedia Britanica 2006.

Akcapar, Sebnem Koser: *Religious conversions in forced Migration: Comparative cases of Afghans in India and Iranians in Turkey,* Journal of Eurasian Studies, Sage, 2019.

Ali, Hasan: *The Chinese in Calcutta, S. Siddique (ed.): A Study of Racial Minority in some aspect of Society and Culture in India,* Kolkata, Anthropology Survey of India, 1989, পৃ.৮৭।

Ali, Mohammad: *A New Guide to Afghanistan*, Kabul, Northern Pakistan Printing and Publishing Company, 1958.

Ali, Mohammad: *Ancient Afghanistan,* Kabul, Historical Society of Afghanistan, 1957.

Alison, Blunt*: Domicile and Diaspora Anglo-Indian women and Spatial Politics of Home,* Blackwell Publishing Ltd, 2005

Amin, Rohullah and Dwivedi, Sudhakar and Pawan Sharma, Kumar: *India and Afghanistan: An Overview of their Economic Relations, Agro Economist,* an International Journal, Renu Publishers, 2015.

Amrith S. Sunli: *Migration and Diaspora in Modern Asia,* New Delhi, Cambridge University Press, 2011.

Bagchi, P.C: *Calcutta Past and Present,* Calcutta, Calcutta University Press, 1939

Banerjee, Himadri, Gupta, Nilanjana, Mukherjee, Sipra (Ed): *Calcutta Mosaic: Essays and Interviews on the Minority Communities of Calcutta,* Delhi, Anthem press, 2012.

Barman, Rup Kumar: *'Dalit Refugees or Refugee Dalits? Post-Partitioned Dalit Lives in Eastern India' in Debi Chaterjee and Biswajit Chaterjee(eds): Dalit Lives and Dalit Visions in Eastern Idia,* Kolkats, Center for Rural Resources, 2007.

…….: *Contested Regionalism: A New Look on History, Cultural change and Regionalism of North Begal and Lower Assam,* Delhi, Abhijeet Pubication, 2007.

…….: *Forced Migration Environment Refugees and State Politics: Indian scenario in global context, Amit Bhattacharya (ed.): Exploring the green Horizon,* Kolkata, Setu Publication, 2003, পৃ.১৭৯

.....…... *Migration, State Politics and Citizenship,* New Delhi, Aayu Publication, 2020.

Basu, Basanta Kumar: *A Bygone Chinese colony in Bengal,* Calcutta, Bengal Past and Present, Vol-42, 1944, পৃ.পৃ. ১২০-১২২।

Bentz, Anne Sophie: *Afghan Refugee in Indo-Afghan Relation,* Delhi, Cambridge Review of International Affairs, Routledge, Vol.26 2013, পৃ.৩৭৯।

Beveridge, A.S*: Babur- Nama Memorise of Babar*, New Delhi Oriental Books Reprint Corporation, First Published 1922.

Biswas, Arka: *Durand line: History, legality and Future,* New Delhi, Vivekananda International Foundation, 1992.

Blunt, Alison and Banerjee Jayani: *Home, City and Diaspora: Anglo-Indian and Chinese attachments to Calcutta,* London, Queen Mary University, School of Geography, 2012.

Bose, Ashish: Afghan Refugees in India, (Economic and Political Weekly, vol. 39, No. 43, October 2004, পৃ.পৃ. ৪৬৯৮-৪৭০১।

Boulgar, D.C.: *Central Asian Question*: *Essay on Afghanistan, China and Central Asia*, London, Fisher Unwin, 1885, পৃ.৬২।

Brown, Judith M: *Creating New Homes and Communities, Global South Asians: Introducing the Modern Diaspora,* New York, Cambridge University Press, 2006.

Caroe, Olaf: *The Pathans with an epilogue on Russia*, New York: St Martin's press, 1958, পৃ.২৪৯।

Champagne, Jhon: *The Ethics of Marginility,* London, University of Minnesota Press, 1995.

Chandra, Satish: *History of Medieval India*, New Delhi, Orient Blackswan, 2007

Chaudhuri, Sukanta (Ed.): *Calcutta The Living City,* (Calcutta, Oxford University Press, vol. I: The Past, 1990.

Cohen, Robin: *Classical Nations of Diaspora; Global Diasporas: An Introduction,* New York, Routhledge, 2008.

Dasgupta, Keya: *Mapping the Space of Minorities in Bancrsee, Banerjee, Himadri Gupta, Nilanjana, Mukherjee, Sipra (ed.): Calcutta Mosaic Essays and Interviews on the Minority Communities of Calcutta,* New Delhi, Anthem press, 2012, পৃ.৮০।

Dhavalikar, K.M: *Indian- Iran contracts in pre History,* Aligarh, The Aligarh Historian Society, Indian History Congress, 62th Conference, পৃ.পৃ. ১-১১।

Dupree, Louis: *Afganistan,* Karachi oxford, New York and Delhi, Oxford University Press, 1997

Elphinstone, M: *The History of India,* London, John Murray, vol.-I, Fifth Edition, 1866.

Elphinstone, Mountstuart: *An Account ot the kingdom of Cabul and its Dependencies in Persia, Tartary and India,* London, Longmn Hurst Rees, Orme and Brown, Vol-II, 1815.

Ferris, F. G (ed.*): Refugees and World Politics (ed.): Refugees and World Politics,* New York, Praeger, 1985.

Ganguly, Sumit: *Indian's Role in Afghanistan,* New Delhi, Published in CIDOB Policy Research Project, January, 2012.

Ghosh, Partha S: *Migration Refugees and the Stateless in South Asia,* New Delhi, Sage Publication, 2016.

Ghoshal, Upendra Nath: *Ancient Indian Culture in Afghanistan,* Calcutta, Greater India Society Bulletin No-5, 1928, পৃ.পৃ.৮

Glatzer, Bernt: *The Pashtun Tribal System,* New Delhi, Concept Publishers, 2002.

Habib, Irfan: *Evolution of Afghan Tribal System*, Proceeding of Indian History Congress, Session 62, Bhopal, 2002.

Hall, Stuart: *Culture Identity and Diaspora, Jonathan Rutherford (ed.): Identity, Community, Culture Difference,* London, Lawrence and Wishart 1990.

Haroon, Sana: *Frontier of Faith Islam in Indo-Afghan Borderland*, United Kingdom, C. Hurst & co, 2007.

Herawi, Saifi: *The Irrigation of Heart*, (Theron, 1989).

Husain Iqbal: *Afghan Migration into India: A case study of some Afghan families, 16th- 19th Centuries,* Aligarh, Indian History Congress, 1994.

…….: *The Sociological History of an Immigrant Community: The Afghans in Medieval India,* PIHC, 67th Session, Feroke, 2007.

Issac S. Abraham: *Origin and History of the Calcutta Jews,* Calcutta, Daw Sen and Co. Private Ltd, 1996.

James Long, Reverend Father: *Calcutta and its Neighborhood: History of the People and localities from 1690 to 1857,* Calcutta Indian Publication, Calcutta, 1974.

Joshi, S: *Let India help Afghanistan,* Guardian Newspaper, December, 2009.

Joshi, Shashank*: India's Af-Pak strategy,* Published in RUSI Journals, Feb-March, 2010.

Kakar, Mohammed: *Afghanistan: The Soviet Invasion and the Afghan Response, 1979-1982*, London, University of California Press, 1997.

Kapur, Debesh: *Diaspora, Development and Democracy,* New Delhi, Oxford University Press, 2010.

Kauder, Emil: *A History of Marginal Utility Theory,* New Jersey, Princeton University Press, 1965.

Kaye, J. W: *History of War in Afghanistan*, (London, WM.H Allen & Co. vol. II, 1874.

Kelegama, Saman: *Migration Remittance and Development in South Asia,* Delhi, Sage Publication, 2011.

Khan, Muhammad Hayat: *Afganisthan and its Inhabitants,* Lahore, H. Priestly, 1874.

Lal, Mohan: *Travel in the Punjab, Afghanistan and Turkistan to Balkh Bokhara and Herat and visit to Great Britain and Germany,* Calcutta, K.P Bagchi & Company, 1977.

Malone, David M & C. Mohan, Raja and Raghavan, Srinath: *The Oxford Hand book of Indian foreign Policy,* Oxford University Press, 2015.

Marjory, Harper & Stephen, Constantine: *Migration and Empire,* oxford University Press, New York, 2010.

Mehata, J.L: *Advanced Study in the History of Mediaeval India,Vol.1,* New Delhi, Sterling Publishers Private Limited, 1913.

Mitra, Ashok: *District Census,* Calcutta, Hand Book of Calcutta, Part III & IV, 1951

Nair, P.Thankappan: *Job Charnock the Founder of Calcutta,* Calcutta, Engineering Times Publications Private Ltd., 1977.

Nehru, Jawaharlal: *Glimpses of World History,* New York, Asia Publication Hous, 1934.

Niamatullah: Makhzan-i-Afghani (tr.) *by Bernhard Dorn as 'The History of Afghan',* London, Oriental Translation Committee, part I, 1829.

Nicholas, Robert: *A History of Pashtun Migration 1775-2006,* United Kingdom, Oxford University Press, 2008.

Nimatullah: Tarikh-i-khan Jehani Wa Makhzan-i Afghani, N.B Roy [tr.]: *History of the Afghans,* Santiniketan, Santiniketan Press, December 1958.

Nivadita, Sister: *Cabuliwallah, Ramananda Chaterjee (ed.):* Calcutta, The Modern Review: A monthly Review and Miscellany, January to June, 1911.

Omprakash, Mishra: *Forced Migration in the South Asian Region Displacement, Human Right and Conflict Resolution,* Center for Refugee studies Jadavpur University, Kolkata, 2004

Paliwal, Avinash*: My Enemy's Enemy: India in Afghanistan from the Soviet Invention to the US Withdrawal,* United Kingdom, C. Hurst & Co. Publishers Ltd., 2017.

Pelc, Stanko*: Mirginality and Marginalization,* Springer International Publishing, 2017.

Qanungo, Kalikaranjan: *Sher Shah and His Times,* Delhi, Orient Longmans Limited, 1965.

Rai, Rajesh, & Reeves, Peter: *The South Asian Diaspora Transnational Network and Changing Identityes,* Oxon, Routhledge, 2009.

Rasid, Rahaman: *Kabul-New Bugbear in Indo-Pakistan ties,* Kuala Lampur, New strait Times, 1988.

Ratanagar, Shereen: *Encounters The Westerly Trade of the Harappa Civilization,* Delhi, oxford University press, 1981.

Rene, Routh (Ed): Afganistan in 2010 A Survey of Afghan People, Kabul 2010.

Roy, A.K: *Census of India,* Calcutta, Bengal Secretariat Press, Vol. VII, 1901.

Roy, Arpita Basu: *Conceqences and Challenges of the Afghan Conflict: Situation Workable,* kolkata, Jadavpur University, Doctor of Philosopy Thesis, 2014.

……: *Media Reconstruction and the Popular "Hindi Serial 'Culture in Contemporary Afghanistan,'* Asia Annual 2008, New Delhi: Manohar, 2009.

Roy, Pijush Kanti: *New Face in Old Calcutta,* Kolkata, Sarat Book Distributors, 2008.

Sachan, Edward C: *Alberuni's India*, London, Kegan Paul, Trench Trubner & co.Ltd, 1910.

Safran, William & Kumar & Sahoo, Ajoya Kumar & Lal, Biraj.V: *Transnational Migrations the Indian Diaspora,* New Delhi, Routledge, 2009.

Saman, Kelengama: *Migration, Remittances and Development in South Asia, Sage Publication,* New Delhi, 2011.

Sarkar, Jwahar: *The Chinese of Calcutta, Sukanta Chowdhury (Ed.): Calcutta the Living City,* Calcutta, Oxford University Press, 1992.

Sen, Surendranath (ed.): *Indian Travels of Thevenot*, New Delhi, National September 1974.

Sharma, M: *Refugees in India working paper, India, Centre for Civil Society,* No: 229, 2009.

Sharma, Raghav: *India's Relation with Afghanistan, Davied Scott (Ed.) Handbook of India's International Relation*, United Kingdom, Routledge, 2011.

Sheikh, Bilal: *Pattern of Afghan Migration to India during Medieval Period,* Kerala, Indian History Congress, 77th Session, 2016, পৃ.পৃ.১৩৭-১৪৫।

Siddique, M.K.A: *Muslims of Calcutta,* Kolkata, Anthropological Survey of India, September 1974.

Singh, Indrajit: *Afghan Hindus and Sikhs,* (New Delhi, Readomania Publishing, 2019.

Sultan, Mohammad Khan: *Tarikh-i-Afganisthan,* New Delhi, Persian, 1935.

Tololyan, Kaching: *Rethinking Diaspora (S): Stateless Power in the Transnational Movement,* Toronto, University of Toronto Press, vol.5, 1996.

Ud-Din, Hamid: *Historians of Afghan Rule in India,* USA, American Oriental Socity, 1962.

Vogelsong, Willem: *The Afghan*, United Kingdom, Blackwell Publishers, 2002.

wahab, Shaista And Youngerman, Barry: *A Brief History of Afganistan: Fact on File,* New York, An imprint of Infobase Publishing, 2010.

Warner, H William: *The Kabuliwalas: Afghan moneylending and the credit cosmopolis of British India, c 1880-1947,* New Delhi, Economic and Social History Review, Sage Publication, 2020, পৃ.পৃ. ১৮৪-১৮৭।

বাংলা

আচার্য, কেশবচন্দ্র: *আফগানিস্তান বিবরণ,* কলকাতা, ভারত মিহির যন্ত্র, ১২৯৮।

আলম, মহম্মদ শামসুল: *সমসাময়িক বিশ্বে মুসলিম সংখ্যালঘুদের ইতিহাস,* ঢাকা, অবসর প্রকাশনী, ২০১৪।

আলী, সৈয়দ মুজতবা: *দেশে বিদেশে,* কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৬।

ইসলাম, শেখ মকবুল: *ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কলকাতার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়,* সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৩।

করিম, আবদুল: *বাংলার ইতিহাস মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহি বিপ্লব পর্যন্ত,* ঢাকা, বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯।

ক্যাম্পোস, জোয়াকিম জোসেফ এ এবং অর্নব, শানজিদ (অনুঃ*): হিস্ট্রি অব দ্যা পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল,* ঢাকা, দিব্য প্রকাশক, ২০১৮।

খান, আব্বাস আলি: *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,* ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪।

গাইন, মনজিৎ: *তালিবানের দেশে মালালা,* কলকাতা, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, ২০১৮।

গঙ্গোপাধায়, অভীক: *ডায়াস্পোরা তত্ত্বে ও অভিঘাতে,* কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০১২।

গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ*: কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ,* কলকাতা, আনন্দ, ১৮৮৪।

ঘোষ, দস্তিদার: *আফগানিস্থানের কবিতা,* কলকাতা, প্রতিভাষ, ২০১৮।

ঘোষ, বিনয়: *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত,* কলকাতা, বাক্ সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৮।

চক্রবর্তী, আবিরা বসু: *ভারতবর্ষ: ঐতিহাসিক সূচনা ও আর্য ধারনা,* ইন্ডিয়া, ন্যশনাল বুক ট্রাষ্ট, ২০১১।

চক্রবর্তী, দেবশ্রী: *আফগানিস্তান,* কলকাতা, দে পাবলিকেশনস্, ২০২০।

চক্রবর্তী, দেবাশীস, ও কুমার, অধৃষ্য এবং বিশ্বাস, স্বাতী (সম্পাঃ): *আফগানিস্তান এবং সমসাময়িক বিশ্ব,* ন্যশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১।

চন্দ, রমেশচন্দ্র: *গাঁ শহর বিভূঁই দিল্লি ও কাবুল,* কলকাতা, একুশ শতক, ২০১০।

----------: *গান্ধারীর দেশে,* কলকাতা, সেরিবান, নভেম্বর ২০২১।

চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীতিকুমার: *পথ চল্‌তি,* বাক সাহিত্য প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৬০।

জোয়ারদার, বিশ্বনাথ: *অন্য কলকাতা,* কলকাতা, অনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩।

জলিল, মুহম্মদ আবদুল: *বঙ্গে মগ- ফিরিঙ্গি ও বর্গীর অত্যাচার,* ঢাকা, বাংলা আকাদেমী, ১৯৮৮।

জানা, সাহানা: *পর্তুগীজ সেটলারস ইন রুলার ওয়েষ্ট বেঙ্গল,* মেদিনীপুর, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, নৃতত্ত্ব বিভাগ।

ঝা, বিবেকানন্দ: *মৌর্য যুগের ভারতবর্ষ,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ২০০৯।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: *কাবুলিওয়ালা,* বিশ্বভারতী, সাধনাপত্রিকা, ১২৯৯।

.....: *সহজ পাঠ,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথামিক শিক্ষা পর্ষদ, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩৩৭।

.....: *চিঠিপত্র, নবম খন্ড,* ৪৫ নং চিঠি, শ্বভারতী, ১৯৬৪।

.....: *জীবনস্মৃতি,* কলকাতা, বিশ্বভারতী, প্রবাসী, ভাদ্র ১৯৩১।

থাপার, রোমিলা: *ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১০০০ খ্রীঃপূঃ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ,* কলকাতা, ওরয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৯৬০।

দাস, প্রশান্ত: *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রান্তিক মানুষের জীবিকা ও পেশার বিবরণ,* আসাম, করিমগঞ্জ কলেজ বাংলা বিভাগ, ১৯৯৭।

দাস, মলয় কুমার: *ভারত আফগানিস্তান সংস্কৃতির অনন্বেয় প্রেক্ষিতে অন্বয়ী ঐতিহ্যের পুনউত্তরাধিকার,* কলকাতা, ইতিহাস অনুসন্ধান, খন্ড-১৭.

দাশগুপ্ত, রণজিৎ (সম্পাঃ): *তিরিশ চল্লিশের বাংলা,* কলকাতা, সেরিবান, ১৯৯৯।

দেবী, শ্রী সীতা: *পুণ্যস্মৃতি,* কলকাতা, মৈত্রী পরিবেশক, ১৯৬৪।

ধর, কৃষ্ণ: *কলকাতার তিন দশক,* কলকাতা, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, ১৯৮৯।

পান্থজন: *কাবুলের পথে পথে,* কলকাতা, আনন্দ, ২০০৯।

বাগ, খোকন কুমার (সম্পাঃ): *আত্মপরিচয়ের সংকট: সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি,* কলকাতা, আন্তর্মুখ পত্রিকা, ২০১৯।

বিশ্বাস, রমানাথ: *আফগানিস্তান ভ্রমণ,* কলকাতা ,অশোক পুস্তকালয়, ১৩৪৯।

বর্মণ, রূপকুমার: *সংকটজনিত উদ্বাস্তু ও তিতাস একটি নদীর নামের সার্বজনীনতা,* কলকাতা, অন্তর্মুখ পত্রিকা, ২০১৪।

.....: *পরিবর্ত অনুসন্ধান রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাস চর্চা,* কলকাতা, গাঙচিল প্রকাশনী, ২০২২।

.....: *জাতি রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক,* কলকাতা, অ্যালফাবেট বুকস, ২০১৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী হিরণ্ময়: উদ্বাস্তু, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬০।

বন্দ্যোপাধায়, সুস্মিতা: *কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ,* কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ১৯৯৮।

.....: *মোল্লা ওমর তালিবান ও আমি,* কলকাতা, ভাষ ও সাহিত্য, ২০০২।

.....: *এক বর্ণও মিথ্যে নয়,* কলকাতা, ভাষা ও সাহিত্য, ২০০১।

ভূইয়া, গোলাম কিবরিয়া: *আফগানিস্তান অতীত ও বর্তমান,* ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১২।

রায়, অমিতাভ: *কাবুলনামা,* কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১০।

রায়, অলোক: *বিষয় কলকাতা,* কলকাতা, জাতীয় গ্রন্থগার সমিতি, ১৯৯৩।

রায়, নীহারঞ্জন: *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০০।

রায়, পীযূষ কান্তি: *কলকাতার প্রতিবেশী,* কলকাতা, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, কলকাতা পৌরসংস্থা, ২০০২।

রহমান, মুজিবর ও আলি, সাবির (সম্পাদিত): *মধ্যযুগে ভারত (প্রথম খণ্ড),* কলকাতা, বুকপোস্ট পাবলিকেশান, ২০১৩।

রায়, রাধারমণ: *কলকাতা বিচিত্রা,* কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৯১।

রায়চৌধুরি, সব্যসাচী বসু: *ভারত মুখ ফেরাল,* কলকাতা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৭।

লাহিড়ি, সমরেন্দ্রনাথ: *সীমান্তের অন্তরালে,* কলকাতা, জয়ঢাক, ২০১৭

শর্মা, আর. এস: *ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ৬২ তম অধিবেশন,* প্যানেল বক্তব্য, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস, ৬২ তম অধিবেশন, ভোপাল, ২০০১।

শেরওয়ানী, আব্বাস খান: *তারিখ-ই-শেরশাহী:* মম্মহদ আলি চৌধুরী [অনুবাদ] ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

শাহনাওয়াজ, এ. কে. এম এবং হেরেন, ফাতেমা : *বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন,* বাংলাদেশ, অবসর, ২০১৭।

শ্রীমানী, সৌমিত্র: *সুলতানি রাজত্বকালে ভারত,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলির্শাস, ২০০৮।

সুর, অতুল: *৩০০ বছরের কলকাতা পটভূমি ও কলকাতা,* কলকাতা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ২০১৪।

সেন, অসিত কুমার: *তুর্কী আফগান যুগে ভারত,* কলকাতা, কে পি বাগচি, ১৯৯৮।

সইদুল্লা, আবু নাসের: *আফগান আমির চরিত,* ঢাকা, ইসলামিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৩১৮।

সইদ, আব্দুল: *বাংলায় আফগান শাসন ১৫৩৮-১৫৭৬,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০১৬।

সেহানবীশ, চিন্মোহন: *আফগানিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম,* কলকাতা, আন্তর্জাতিক, *পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি সংসদের মুখপত্র,* ২২ শ বর্ষ, ১ম- ২য় সংখ্যা, ১৯৭১।

স্যান্যাল, তুষার কান্তি: *কলকাতার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজ,* কলকাতা, কলকাতা পুরশ্রী, ষষ্ঠ বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১৯৮৩।

সুর, নিখিল: *কলকাতার নগরায়ণ রূপান্তরের রূপরেখা,* কলকাতা, সেতু পাবলিশার্স, ২০১৫।

সুর, সুমনা দাস: বৈশ্বিক বাঙালি এবং ডায়াস্পোরা বাঙ্গলা সাহিত্য, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০২২।

সেনগুপ্ত, পার্থ সারথী: *পর্তুগীজ সমীক্ষা,* এই সময়, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫।

সেন, মজুমদার: *নিম্নবর্ণের বিশ্বায়ন,* কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৭।

সিকদার, সুকুমার: *হতভাগার কলকাতা,* কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৬।

হাবিব ইরফান (সম্পা): *সিন্ধু সভ্যতা,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক, ২০০৪।

হাসান, ফজল (অনু.): *আফগানিস্তানের শেষ্ঠ গল্প,* ঢাকা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৩।

হোসেন, মোজাফফার: *ভারতীয় ডায়াসপোরা সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপটে নাইপল,* ঢাকা, কালি ও কলম, ২০১৮।

হক, মোঃ ফজলুল: *আফগানিস্তানের ইতিহাস ১৭৪৭-১৯৭৮,* রাজশাহী, পাপিয়া সুলতানা, মার্চ ২০১৭।

পত্র পত্রিকা

ইংরেজি

BBC News
Economic and Political Weekly
The Calcutta Review
The Hindu
The Kabul Times
The Times of India

বাংলা

আনন্দবাজার পত্রিকা

আন্তর্জাতিক

কলকাতা পুরশ্রী

বি নিউজ ২৪

বিবিসি বাংলা

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

নাজেস আফরোজ: বিবিসি নিউজ, সাংবাদিক, কাবুলিওয়ালাদের তথ্যচিত্র নির্মাতা, কলকাতা (৭.১২.২০১৫)।

জান মহম্মদ খান: ৪৮, কাপড়ের ব্যবসায়ী, কলকাতা (১১.০৯.২০১৬)।

আমির খান, সংগঠক, খোদা-ই-খিদমদ্গার, আফগান, কলকাতা (১৮.০৩.২০১৬/ ১২.০২.২০২২)।

আজম খান: ৪২, আফগান কাপড়ের ব্যবসায়ী, হুসেন এন্ড গারমেন্টস দোকানের মালিক, কলকাতা, (১৭.০৮.২০১৮)।

রসিদ খান: শুকনো ফলের ব্যবসায়ী, আফগান, কলকাতা (১৯.১২.২০১৮)।

হাফিজ মহম্মদ সৈয়দ: ৬৫, কাবুলিওয়াদের একাংশের শিক্ষক, কাশিপুর (১৮.০৩.২০১৯)।

ওয়ালি খান: ৪৮, আফগান ব্যবসায়ী, আফগান, কলকাতা (১৫.০৩.২০২১)।

ইয়াসমিন নিগার খান: ৫১, সভানেত্রী, অল ইন্ডিয়া পাখতুন জিগরা-ই-হিন্দ, কলকাতা (১৫.০৯.২০২১)।

তোরবাজ মহম্মদ খাঁ: ৪৮, আফগান ব্যবসায়ী, পূর্ব মেদিনীপুর, (১৬.০৪.২০২২)।